অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

দুটি কবিতা

যতীন তুমি যাবে কোথায়?

যতীন তুমি যাবে কোথায়? পদ্যে ও স্কচে সারা সন্ধে পার করে,
পায়চারি করবে ঘুমের মধ্যে? হাঁটতে থাকবে জঙ্গল আর
খাদের মাঝের সরু রাস্তায়—
বেশ কয়েকটা ম্যাজিক নম্বরের জ্বলজ্বলে আলোর বৃত্তে
নড়ে ওঠা অন্ধকারে—
যতীন তোমার দেখার ভুল, অন্ধকারের নিত্য রূপান্তর হয়,
প্রণোদিত আলোর বৃত্তের নীচে—

ওহে যতীন কোন ত্রাসে, ঘৃণার হাতছানিতে, ঘুমেরই মধ্যে
পায়চারি করো খালের ধারে,
মূঢ় পোকাদের সাথে। রোজকার জীবনে, চুমু খাওয়া
কৌটোর জগতে, কতবার
রঞ্জনা রঞ্জনা করে ডেকেছ— ভাঙা কম্পাস-কাঁটা
পেরিয়ে আসত সে বাড়ির সামনে
উন্মুখ নিচোলে— এবং চুপিসারে আবার দূরে সরে যেত,
চোখের আড়ালে।

ঘরের মধ্যের সাধের তারাগুলোকে কেড়ে নিয়ে
যায় দু-একজনে,
আর প্রাক্তন আকাশের সাদা প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে দেয় দেয়ালে—
ওহে যতীন, তোমার তো কোনও অভাব নেই,
ভালোলাগার যানস্রোতে
ডুবে থাকো, ঘুমের মধ্যে পায়চারিতে— হাজার হাজার
ঘনিষ্ঠ পথে
কম্পাসের কাঁটায়, জ্বলে জ্বলে আলোর পরিধিকে ছেড়ে এসেছ,
প্রতি রাতের পায়চারিতে, ঘুমের মধ্যে অন্ধকারের
শান্ত নিচোলে।

ওহে যতীন, জঙ্গল ও খাদের গোপন আদানপ্রদানে,
লুকিয়ে থাকে
ঘুম ও পায়চারির অবাধ মেলামেশা। যতীন, ঘুমের
মধ্যে শুনতে পেয়েছ
শিয়ালের ডুকরে ডুকরে কান্নার আওয়াজ— ঘুম ছেড়ে,
পায়চারি থামিয়ে ফিরে যাও,
ম্যাজিক সংখ্যার সোজাসুজি আলোয়— দেয়ালের সাদা
প্ল্যাকার্ড, ঝুলানো আছে মধ্য সুমদ্রে।
ওহে যতীন, ক্যালকাটা ক্লাবে রঞ্জনা— ব্রেকফাস্ট টেবিলে...
তোমারই অপেক্ষায়।

যে বাসস্টপে নক্ষত্র পুড়েছিল

বরফ-সমুদ্রে ছিদ্র করে, স্বপ্নের মতো জেগে ওঠা
আলাদা জগতে,
মনে হত জয়ীর দুর্লভ সুখে। আলোর পিঠে তীক্ষ্ণ নখে খুঁড়ে,
তাকে খোঁজা সম্ভব হয়েছিল— দুই ভিন্ন পৃথিবীতে।
পথ মিলেছিল অলস সন্ধেতে, চিনতে পেরেছিল প্রসন্ন সংগীতে
একে অপরকে, নিজেদের মন্ত্রে। অজানা ছিল দুজনেরই—
সম্ভব ছিল না
ভালোবাসার পরিচিতিতে, ঠাহরে, কোমল বিন্দুগুলোকে।
স্বীকার করেছিল, তর্ক করেছিল
এবং এড়িয়ে গিয়েছিল, কারণে— নির্ধারিত সময়ে।

তর্কে এপার ওপার করেছিল, বুঝতে পারে অবশেষে—
তাদের বোঝাপড়া রুক্ষ নয়
হেমন্তের সকালে। আলাদা ছিল গল্পগুলোও, যেমন শূন্যতা
ছিল অলস রোদ্দুরে,
একই ছিল বিপরীত হৃদয়ে, নিপাখি আকাশ—
বাজপাখির আবেগে।

এবং একসাথে রৌদ্রের অনুভবে নদীতীরে প্রাণ পেতেছিল—
চিরকালের জন্য,
অবশেষে প্রেমও পেতেছিল তাতে। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ
করেছিল, শুক্লরাতের চাঁদ আকাশে,
স্তম্ভিত হৃদয় জুড়ে। তারা জানত কখনোই নিখুঁত হবে না,
বাধা এবং ক্ষত থাকবে—
কিন্তু যতক্ষণ তাদের ভালোবাসার দুর্লভ ভালো-মন্দ গলে
শূন্য না হওয়া পর্যন্ত,
ছায়ায় ঢাকা গোপন ঘরে পরিচয় খুঁজে পাবে, একসাথে—
সত্যিকারের গল্পগুলি এমনই।

মনে পড়ে, জয়ীর মনে পড়ে— দুজনের পরিণত প্রেমে,
এবং দুরন্ত স্পন্দনে, গুঞ্জনে—
সর্বস্ব দপদপ করে। তারা থাকতে পারে এবং অন্তহীনভাবে
থাকতে পারে...
সন্ধ্যাপাখিদের গগনভেরী তিরতিরে শব্দের তীব্র স্রোতে
জন্ম হয় ঝিলম নদীর...
ঝিলম নদীতে তাদের ব্যাপকতায় তাদের পরিচয়ে,
তাদের বন্ধনে...
এবং জয়ীর ডাকে যে বাসস্টপে নক্ষত্র পুড়েছিল।